জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত

বিভাগ/অধ্যায়ঃ বিতর ছালাত

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ মুযাফফর বিন মুহসিন

রাতের ছালাত

রাতে ঘুম থেকে উঠে ছালাত আদায়কে ‘তাহাজ্জুদ’ বলে। মূলতঃ তাহাজ্জুদ, ক্বিয়ামুল লায়েল, তারাবীহ, ক্বিয়ামে রামাযান সবই ‘ছালাতুল লায়েল’ বা রাতের ছালাত। রাতের শেষ অংশে পড়লে তাকে ‘তাহাজ্জুদ’ বলা হয় এবং প্রথম অংশে পড়লে ‘তারাবীহ’ বলা হয়। প্রথম রাতে তারাবীহ পড়লে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে হয় না। রাসূল (ছাঃ) একই রাত্রে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু’টিই পড়েছেন মর্মে কোন প্রমাণ নেই।[1]

রাসূল (ছাঃ) তাহাজ্জুদের ছালাতে উঠে আকাশের দিকে তাকিয়ে সূরা আলে ইমরানের ১৯০ আয়াত থেকে সূরার শেষ অর্থাৎ ২০০ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করতেন। অতঃপর মিসওয়াক করে ওযূ করতেন।[2] ছালাত শুরু করার পূর্বে ‘আল্লাহু আকবার’, ‘আল-হামদুলিল্লাহ’, সুবহানাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী, সুবহা-নাল মালিকিল কুদ্দূস, আস্তাগফিরুল্লাহ, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন যীকিদ্দুনিয়া ওয়া মিন যীক্বি ইয়াওমিল ক্বিয়ামাহ’ বলতেন। উক্ত বাক্যগুলো প্রত্যেকটিই দশবার দশবার করে বলতেন।[3] নিম্নের দু‘আটিও পড়া যায়। তবে আরো দু‘আ আছে।[4]

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.

উচ্চারণ : লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু। লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া ‘আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল হামদু লিল্লা-হি ওয়ালা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার; ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ। অতঃপর বলবে, ‘রবিবগফির্লী’।[5] উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ) তাহাজ্জুদের ছালাতে বিভিন্ন ‘ছানা’ পড়েছেন।[6]

তাহাজ্জুদ ছালাতের নিয়ম :

(ক) তাহাজ্জুদ শুরু করার পূর্বে দু’রাক‘আত সংক্ষিপ্তভাবে পড়ে নিবে।[7] (খ) অতঃপর দুই দুই রাক‘আত করে ৮ রাক‘আত পড়বে এবং শেষে একটানা তিন রাক‘আত বিতর পড়বে, মাঝে বৈঠক করবে না।[8] অথবা দুই দুই রাক‘আত করে দশ রাক‘আত পড়বে। শেষে এক রাক‘আত বিতর পড়বে।[9] রাসূল (ছাঃ) নিয়মিত উক্ত পদ্ধতিতেই ছালাত আদায় করতেন। তবে কখনো কখনো বিতর ছালাতের সংখ্যা কম বেশী করে রাতের ছালাতের রাক‘আত সংখ্যা কম বেশী করতেন। কারণ রাতের পুরো ছালাতই বিতর। দুই রাক‘আত করে পড়ে শেষে এক রাক‘আত পড়লেই সব বিতর হয়ে যায়।[10] আর তিনি ১৩ রাক‘আতের বেশী পড়েছেন মর্মে কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না।[11] (গ) যদি কেউ প্রথম রাতে এশার পরে বিতর পড়ে ঘুমিয়ে যায়, তবে শেষ রাতে শুধু তাহাজ্জুদ পড়বে। তখন আর বিতর পড়তে হবে না। কারণ এক রাতে দুইবার বিতর পড়তে হয় না।[12] (ঘ) বিতর ক্বাযা হয়ে গেলে সকালে অথবা যখন স্মরণ বা সুযোগ হবে, তখন পড়ে নেয়া যাবে’।[13] (ঙ) যদি কেউ আগ রাতে বিতরের পর দু’রাকআত নফল ছালাত আদায় করে এবং শেষরাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে সক্ষম না

হয়, তাহলে উক্ত দু’রাক‘আত ছালাত তার জন্য যথেষ্ট হবে’।[14] (চ) রাতের নফল ছালাত নিয়মিত আদায় করা উচিৎ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তুমি ঐ ব্যক্তির মত হয়ো না, যে রাতের নফল ছালাতে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু পরে ছেড়ে দিয়েছে’।[15] নিয়মিত রাতের ছালাত আদায়কারী ব্যক্তি বিতর পড়ে শুয়ে গেলে এবং ঘুম বা অন্য কোন কারণে তাহাজ্জুদ পড়তে না পারলে দিনের বেলায় দুপুরের আগে তা পড়ে নিতে পারবে।[16] (ছ) তাহাজ্জুদ ছালাতে ক্বিরাআত কখনো সশব্দে কখনো নিঃশব্দে পড়া যায়।[17]

ফুটনোট

[1]. মুসলিম হা/১৭১৮, ১/২৫৪ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৫৫৫), ‘মুসাফিরের ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৪; বুখারী হা/২০১০, ১/২৬৯ পৃঃ; মিশকাত হা/১৩০১, পৃঃ ১১৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২২৭, ৩/১৫১ পৃঃ; আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, আল-আরফুয যাশী শরহে তিরমিযী ১ম খন্ড, পৃঃ ১৬৬; ফায়যুল বারী ২য় খন্ড, পৃঃ ৪২০; মির‘আত ৪/৩১১ পৃঃ, হা/১৩০৩-এর আলোচনা দ্রঃ, ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ’ অনুচ্ছেদ।

[2]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/১১৯৮, ১/১৫৯ পৃঃ; মুসলিম হা/১৮৩৫, ১/২৬০ পৃঃ; মিশকাত হা/১১৯৫, পঃ ১০৬, ‘ছালাত’ অধ্যায়, ‘রাতের ছালাত’ অনুচ্ছেদ।

[3]. আবুদাঊদ হা/৭৬৬, ১/১১১ পৃঃ, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১২১৬, পৃঃ ১০৮।

[4]. মুসলিম হা/১৮৩৫, ১/২৬০ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৬৫৮); মিশকাত হা/১১৯৫, পৃঃ ১০৬; আবুদাঊদ হা/৮৭৪; মিশকাত হা/১২০০।

[5]. বুখারী হা/১১৫৪, ১/১৫৫ পৃঃ, (ইফাবা হা/১০৮৭, ২/৩১২ পৃঃ), ‘তাহাজ্জুদ’ অধ্যায়; মিশকাত হা/১২১৩, ‘রাত্রিতে উঠে কি বলবে’ অনুচ্ছেদ।

[6]. মুসলিম হা/১৮৪৭, ১/২৬৩ পৃঃ, ‘মুসাফিরের ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৬; মিশকাত হা/১২১২; আবুদাঊদ হা/৭৭৫; মিশকাত হা/১২১৭।

[7]. মুসলিম হা/১৮৪২-৪৩, ১/২৬২ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৬৭৫-১৬৭৬), ‘মুসাফিরের ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৬; মিশকাত হা/১১৯৩-৯৪, ৯৭, ‘রাতের ছালাত’ অনুচ্ছেদ।

[8]. বুখারী হা/১১৪৭, ২০১৩, ১/২৬৯ পৃঃ; মুসলিম হা/১৭৫৭।

[9]. মুসলিম হা/১৭৫১ ও ১৭৫২, ১/২৫৩ পৃঃ, ‘মুসাফিরের ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৭।

[10]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ; ছহীহ বুখারী হা/৯৯০, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৩৫, (ইফাবা হা/৯৩৭, ২/২২৫ পৃঃ), ‘বিতর

ছালাত’ অধ্যায়-২০, অনুচ্ছেদ-১; ছহীহ মুসলিম হা/১৭৮২, ১৭৮৪, ১৭৮৫, ১৭৮৬, ১/২৫৭ পৃঃ, (ইফাবা হা/১৬১৮-১৬২১); মিশকাত হা/১২৫৪, পৃঃ ১১১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১৮৫, ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৩০ এবং বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১৮৮, ৩/১৩১ পৃঃ।

[11]. আবুদাঊদ হা/১৩৬২, ১/১৯৩ পৃঃ; মিশকাত হা/১২৬৪, পৃঃ ১১২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১৯৫, ৩/১৩৫ পৃঃ, ‘বিতর’ অনুচ্ছেদ; উল্লেখ্য যে, ‘১১ রাক‘আতের বেশী পড়’ মর্মে হাকেমে যে অংশটুকু এসেছে তার সনদ যঈফ ও মুনকার।- হাকেম হা/১১৩৭; ক্বিয়ামে রামাযান পৃঃ ১৭; ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৯৯ ও ১১২।

[12]. আবুদাঊদ হা/১৪৩৯, ১/২০৩ পৃঃ; নাসাঈ হা/১৬৭৯, সনদ ছহীহ।

[13]. আবুদাঊদ হা/১৪৩১, ১/২০৩ পৃঃ; সনদ ছহীহ, ইওয়াউল গালীল হা/৪৪২; মিশকাত হা/১২৭৯ ‘বিতর’ অনুচ্ছেদ।

[14]. দারেমী হা/১৬৪৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৯৩; মিশকাত হা/১২৮৬, পৃঃ ১১৩ সনদ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২১৩, ৩/১৪১ পৃঃ।

[15]. মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, বুখারী হা/১১৫২, ১/১৫৪ পৃঃ, ‘তাহাজ্জুদ’ অধ্যায়; মুসলিম হা/২৭৯০; মিশকাত হা/১২৩৪, পৃঃ ১০৯, ‘রাত্রি জাগরণে উৎসাহ প্রদান’ অনুচ্ছেদ।

[16]. মুসলিম হা/১৭৭৩, ১৭৭৭, ১/২৫৬ পৃঃ, ‘মুসাফিরের ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৮; মিশকাত হা/১২৫৭, পৃঃ ১১১, ‘বিতর’ অনুচ্ছেদ। রাসূল (ছাঃ) উক্ত ছালাত ১২ রাক‘আত পড়েছেন (তন্মধ্যে তাহাজ্জুদের ৮ রাক‘আত ও ছালাতুয যোহা ৪ রাক‘আত)। -মির‘আতুল মাফাতীহ ৪/২৬৬।

[17]. আবুদাঊদ হা/২২৬; তিরমিযী হা/৪৪৯; মিশকাত হা/১২০২-০৩, ‘রাত্রির ছালাত’ অনুচ্ছেদ।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=1973

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন